ইত্তেফাক

তারিখ ... 8.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

012

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক

আমরা আগাগোড়াই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের বিরোধী। আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে দেশের শিক্ষাঙ্গনের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হইতেছে না। চলতি বৎসরেও দেখা যাইতেছে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের ৯৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কথা। গত বৎসর কোন কোন পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছিয়াছিল বৎসরের শেষে—নভেম্বর মাসে। এবারে ফেব্রুয়ারীর শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ বড়গলায় ঘোষণা দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ সবক্ষেত্রে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইহাছাড়াও পাঠ্যপুস্তক বিতরণে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও সংকটের অভিযোগ উঠিয়াছে। এইসব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে প্রধানতঃ স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেই। প্রকাশ, বিনামূল্যের বইপুস্তক ইতিমধ্যেই স্থানীয় বইপত্র বিক্রয়ের দোকানে আসর জমাইয়াছে। সোনারগাঁও উপজেলায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে তদন্ত চালাইয়া প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭ হাজার ১ শত ৯৫ সেট বই উদ্ধার করিয়াছেন। আসলে বিনামূল্যে বই বিতরণের এই পরিকল্পনাটা যেন নীতিহীনতারই মূর্তিমান প্রতীক। ইহা প্রথমতঃ মানুষকে ভিক্ষার মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত করে, দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের দাতাগিরির সুবাদে এক শ্রেণীর লোক সাধারণ গরীব অবিভাবকদের উপরে ছড়ি ঘুরাইবার সুযোগ পায়। তৃতীয়তঃ এই গোটা পদ্ধতির সহিত যাহারা জড়িত, তাহারা ইহাকে জনকল্যাণের চাইতে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের মোক্ষম মওকা হিসাবে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

আসলে পদ্ধতির মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিয়া পরবর্তী পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার ও বাহবা লাভের ব্যাপারটা বদ্ধ ও অবরুদ্ধ সমাজেই মানায় ভাল। তবে কথা হইতেছে, অধুনা এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলিও আর জনকল্যাণের সোল এজেন্সী নিতে রাজী হইতেছে না। ইতিপূর্বে আমাদের বলা হইয়াছিল যে, ইউনেস্কো ও ইউনিসেফসহ সংশ্লিষ্ট বিশ্ব সংস্থা এহেন বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নীতির পক্ষপাতী, কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহারা নহেন, বরং এতদ্দেশীয় কতিপয় জন-মহাজন ব্যক্তি এবং আমলা ইউনিসেফের সকল পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার মাধ্যমে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড হইতে শুরু করিয়া গোটা প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থাটাই যে বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে, সেই দিকে কেহ এ যাবৎ দৃকপাত বা ভ্রূক্ষেপ করার কোন গরজ অনুভব করিতেছেন না।

কথায়ও বলে, যার কাজ তারেই সাজে. স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল যেখানে পাঠক্রমের মানোন্নয়ন ও সুষ্ঠু সিলেবাস প্রণয়ন, সেখানে তাহাদের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা, বিতরণ ও বন্টনের 'ব্যবসায়ে' নামানো হইয়াছে। ফলে পাঠ্যপুস্তকের মান সর্বনিম্ন পর্যায়েতো পৌঁছিয়াছেই, সেই সাথে প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে দেদার ভুল-ত্রুটির বিষয়টা পরিণত হইয়াছে একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপারে।

সবাই জানেন, স্বাধীনতার পর পরই তদানীন্তন সরকার প্রাইমারী স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। সে সময়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই সরবরাহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই ভাবেই তখন শিল্প-বাণিজ্য, ব্যবসায়, ব্যাংক-বীমা ও অর্থনীতির মত শিক্ষা ব্যবস্থাকেও জাতীয়করণের জাতাকলে ফেলিয়া বিনষ্ট করিবার সাধ ও সাধনা এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হইত। শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেই জাতীয়করণের ফলাফল জাতি বহু আগেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছে। অধুনা বেসরকারী খাতের প্রতি সুদৃষ্টি পড়িয়াছে অনেকের। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মত বর্ণচোরা-জাতীয়করণের অভিশাপ হইতে কবে দেশ ও জাতি রক্ষা পাইবে—সেই জিজ্ঞাসাই আজ আমরা জাতীয় পর্যায়ে সকলের সামনে রাখিতেছি।